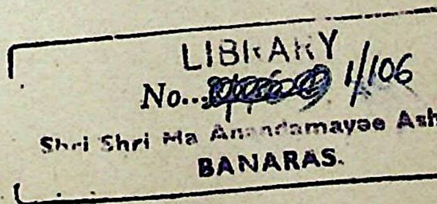
মাতৃদর্শন



ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার





মাতৃ-দর্শন

(শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তবের পদ্যানুবাদ)

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সম্পাদক

ব্রহ্মচারী শিশির কুমার

প্রকাশিকা
শ্রীমতী পুষ্প বর্দ্ধন
১৩২ নং যোধপুর পার্ক
কলিকাতা-৩১

প্রথম সংস্করণ (২২০০)
১৩৭৪ বাংলা, শ্রীপঞ্চমী

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশিকা ও সম্পাদকের নিকট।
মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২

মূল্য—·৫০ পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় সুন্দরকাকা (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র রাহা)

ও

পরম পূজনীয়া সুন্দর খুড়ীমা (শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা রাহা)

উভয়ের

শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ

মাতৃ দর্শন

অর্পণ করিলাম।

স্নেহধন্য

শিশির

শ্রীপঞ্চমী, ১৩২৪ বাংলা

সুদর্শন কার্য্যালয়

৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন,

কলিকাতা-৩

প্রকাশিকার বিনীত নিবেদন

মদীয় শ্রীগুরুদেব পরম ভাগবত আচার্য্য অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির 'চণ্ডী-চিন্তা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"অনন্ত রস-বিলাসিনী নিয়ত সৃষ্টি-পালন-ধ্বংসকারিণী-ভগবতী মহামায়া তাঁর এই বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত ভাবের, অনন্ত রসের, অনন্ত ভাঙা-গড়ার খেলা নিত্যকাল খেলে চলেছেন"।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তবের সংকলন 'মাতৃ-দর্শন' গ্রন্থ এই মহামায়ারই মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। স্তবগুলির সহজ সরল পদ্যানুবাদ বড়ই মনোরম হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশির কুমার সম্পাদিত বহু শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে ইহা একটি নূতন সংযোজন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের সহজ সরল ও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সুলভ সংস্করণই তাঁহার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

বহুজন-প্রশংসিত তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকখানার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে—নব-যোগীন্দ্র সংবাদ, এবং পকেট সংস্করণ - ঈশ কেন· কঠ উপনিষৎ, নারদীয় ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, কপিল-গীতা, প্রহ্লাদ গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, সহস্র-শ্লোকী ভাগবত। এই গুলিতে মূলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে। তাছাড়া চৈতন্যচরিতামৃত, গীতার পদ্যানুবাদ, সানুবাদ শ্রীশ্রীচণ্ডী, বিশ্বসমস্যা ও নিম্বার্কবেদান্ত, জীবনসমস্যা ও বিশ্বসমস্যায় শ্রীশ্রীসন্তদাস, সদগুরু-মহিমা, গৌরকথা, আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, কাঠিয়া বাবা ও কুলদানন্দের জীবনী। গ্রন্থগুলি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিত্যপাঠ্য হইবার উপযোগী বলিয়া আমরা মনে করি।

'মাতৃ-দর্শন' প্রকাশনের ভার আমাকে দেওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৪ বাংলা

স্নেহধন্যা—বৌমা

ভারতীয় সাধনায় মা

শ্রীমৎ অনির্ব্বাণ

এদেশের অধ্যাত্ম সাধনা যুগে-যুগে মাকে বিচিত্র রূপে খুঁজে এসেছে।

ঋগ্বেদে আমরা এক আদি মিথুনের উল্লেখ পাই দ্যাবাপৃথিবীরূপে—দ্যুলোক সেখানে পিতা, মা পৃথিবীরূপিণী। কিন্তু এই পৃথিবী ঋষির দৃষ্টিতে মৃণ্ময়ী নন, চিন্ময়ী। অথর্বা ঋষি তাঁকে বলেছেন "অদিতি" অর্থাৎ অখণ্ডিতা অবন্ধনা নিত্যচেতনা। বলেছেন, তিনি "হিরণ্যবক্ষা পরমে ব্যোমন্"—পরম ব্যোমে ঝলমল করছে তাঁর সোনার বুকখানি। বলছেন, তিনি আমাদের "ভুজিষ্যং পাত্রম্"—সমস্ত সম্ভোগের আধার। আবার ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্ত-গুলিতে মাকে আমরা পাই "তিস্রো দেব্যঃ" বা এক

দিব্য ত্রয়ীরূপে। মা সেখানে ইলা, সরস্বতী, ভারতী। ইলারূপে তিনি 'যজ্ঞানুকামিনী মনুকন্যা' অর্থাৎ উৎসর্গ-সাধনার ছন্দে প্রকাশিত হন সাধকমনের জ্বালাময়ী অভীপ্সার শিখায়, সরস্বতীরূপে চেতনার অন্তরিক্ষে প্রবাহিত হন দিব্যপ্রাণের সাগরসঙ্গামী ধারায়, আবার ভারতীরূপে দ্যুলোকের মূর্ধায় জ্বলে ওঠেন সাবিত্রদ্যুতিরূপে। শুধু তাই নয়, ওই আপ্রীসূক্তেই দেখি মায়ের আরেক রূপ—মা আমাদের উষসানক্তা অর্থাৎ তিনি উষার ফুলন্ত জ্যোতি এবং রাত্রির অব্যক্ত আঁধার। প্রকাশ এবং অপ্রকাশের যুগলছন্দে তিনি ছেয়ে আছেন বিশ্বভুবনের সব কিছু। মা আমাদের সর্ব্বময়ী। এই তাঁর অধি-দৈবতরূপ। আবার অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ঋগ্বেদেই তাঁকে পাই বাক্‌রূপে। মা তখন ব্রহ্মের নিত্য সহচারিণী

"যাবৎ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" : আমাদের বৃহৎ চেতনায় প্রবুদ্ধ চিৎশক্তির মন্ত্রময় স্ফুরণ তিনি। কিন্তু বৈদিক ঋষি মায়ের সর্বোত্তম মহিমা দেখেছেন তাঁর অদিতিরূপে। সেখানে প্রকাশ-অপ্রকাশের অতীত এক অবন্ধনা অখণ্ডিতা মহাচেতনা তিনি, অস্তিত্বের মহাকাশে যাঁর দিব্য বিভূতি ঝলমল করছে আদিত্যের সপ্ত বিম্বে। আবার এই মা-ই কবিহৃদয়ে গায়ত্রীর অগ্নিচ্ছন্দ যার স্পন্দ ভূলোকের অভীপ্সার লেলিহা হয়ে দ্যুলোকে আবিষ্কার করে সাবিত্রীর "বরেণ্যং ভর্গঃ"। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে মা যেমন অমৃতহারিণী সুপর্ণা গায়ত্রী তেমনি আবার তিনি আধারে-আধারে প্রচোদয়িত্রী সাবিত্রীর নিত্যদীপ্তি, অসীমের রহস্য-সায়রের কূলে বিস্মিত ইন্দ্রচেতনার সম্মুখে আবির্ভূতা তিনি বহুশোভমানা 'উমা হৈমবতী'।

দেখলাম, বৈদিক ঋষির ভাবনায় মায়ের পরম পরিচয়—মা অদিতি। অর্থাৎ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে তিনি অবন্ধনমুক্তির চেতনা। এই প্রমুক্ত চেতনাকে ঋষিরা বলতেন প্রচেতা বরুণ, যিনি বেদে 'মায়ী' এবং উপনিষদে 'ব্রহ্ম'। মা তখন "মায়া বা—ব্রহ্মশক্তি"। বেদে এই মায়া ব্রহ্মের প্রজ্ঞারূপিণী স্বরূপশক্তি, সর্ব্বভুবনের তিনি নিয়ন্ত্রী। আবার সাংখ্যভাবনায় ব্যষ্টির দিক থেকে ব্রহ্মকে যখন দেখছি পুরুষরূপে, মা তখন প্রকৃতি—সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আবর্তনরূপিণী যেমন তিনি অপরা প্রকৃতি তেমনি জগতের বিধৃতিরূপা জীবভূতা পরা-প্রকৃতিও তিনি। আবার এ'দুটি ভাবনাকে সম্পুটিত করে তাদেরও ঊর্দ্ধে তিনি ঈশ্বরশক্তি পরমা-প্রকৃতি

যোগমায়া। এক কথায় মা মহামায়া, তিনি অতি-মানসী চিন্ময়ী মহাশক্তি।

ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। মাতৃসাধক জানেন মা ব্রহ্মরূপিণী সুতরাং মা সতী, মা চিন্ময়ী, মা আনন্দময়ী। তাঁর সতী রূপের বর্ণনা পাই পুরাণে যেখানে তিনি যোগবিসৃষ্টদেহা হয়ে সত্তার শক্তিরূপে এই ভারত-বর্ষের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর কৌমারী তনুর অণুপরমাণুকে। আবার তাঁর চিন্ময়ীরূপ দেখি যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী হৈমবতীতে, তেমনি বৌদ্ধের নৈরাত্ম্যরূপিণী তারাতে, জৈনের চিন্ময় রূপকল্পনার চরমোৎকর্ষ সরস্বতীতে। এমনি করে প্রজ্ঞারূপে মা ষট্তর্কী বা বুদ্ধিবাদীদের পরমারাধ্য হয়ে ছিলেন, আজও আছেন। আবার তাঁকে আনন্দময়ীরূপে পাই ভাগবতের গোপীতে, হ্লাদিনীর সারাৎসাররূপিণী বৈষ্ণবের রাধাতে।

মা যেমন সচ্চিদানন্দময়ী, তেমনি আবার তিনি শক্তিরূপিণী। তন্ত্রে তাঁর সে-শক্তিরূপের পরিচয় পাই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার ত্রিপুটীতে, তাঁর ভুবনভাবনার উল্লাসে। এই উল্লাসের একটি ছবি ধরা রয়েছে দশমহাবিদ্যার ছকে। তার প্রথমেই দেখি কালী তারা আর ষোড়শীতে মায়ের সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ এবং ভুবনেশ্বরীতে এই পরা ত্রিপুটী একটি তত্ত্বাতীত সহজ প্রকাশ। তার পরেই দেখি শক্তিপ্রক্ষোভে ভৈরবী ও বগলামুখী, ছিন্নমস্তা ও মাতঙ্গী এবং সর্ব্বশেষে ধূমাবতী ও কমলাতে পরাপরের যুগলছন্দে প্রাকৃতশক্তির উদ্বর্তন এবং মায়ের কমলামূর্তিতে তাঁর ষোড়শকল সৌম্যমহিমার সহজ নির্ঝ'রণ।

যেমন বিজ্ঞানে ও শক্তিতে, তেমনি আবার মায়ের প্রকাশ দেখি প্রাণচেতনা এবং মন্ত্রচেতনায়।

হঠযোগী এই মর্ত্য আধারে মাকে পেয়েছেন কুণ্ডলিতা চিন্ময় প্রাণশক্তিরূপে, নাড়ীতন্ত্রের চক্রে-চক্রে অনুভব করেছেন তাঁর দিব্য বিভূতির উচ্ছলন। আবার মন্ত্র-যোগী তাঁকে দেখেছেন মাতৃকারূপে—অনাহত তন্ত্রীতে পঞ্চাশৎ বর্ণের ঝঙ্কারে শুনেছেন অজপার নিঃস্বর গুঞ্জন।

এমনি করে সেই সুদূর বৈদিক যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত কত বিচিত্র পথেই না আমরা মাকে খুঁজে এসেছি। ভারতবর্ষের এই দীর্ঘ কালব্যাপী মাতৃ-সাধনার মধ্যে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট দান আছে, তার কথা এখন বলব।

বাঙালী মাকে চেয়েছে বিশেষ করে শক্তিরূপে এবং রসরূপে। বাঙালীর স্বভাবের অনুকূল বলে এই শেষের সাধনাটি তার মধ্যে জোর ধরেছে বেশী।

শক্তিসাধক বাঙালী কালীর উপাসক। কিন্তু কালীর তত্ত্বমূর্তিকে অন্তরের রসায়নে সে রূপান্তরিত করেছে ভাবরূপে। কালী তার মা। কালী তার মেয়ে। তাঁর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে সন্ধাভাষায় সে বলেছে, "জননী-তনয়া-জায়া-সহোদরা কি অপরে?" শুধু প্রজ্ঞাচক্ষুতে মায়ের তত্ত্বরূপই সে দেখেনি, এই মাংসচক্ষু দিয়ে অত্যন্ত সহজ দৃষ্টিতে সে দেখেছে মায়ের ভাবরূপ—এই পৃথিবীর মেয়ের মধ্যে মাকে সে আবিষ্কার করেছে কৌমারীনিগমার্থ গোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরীরূপে। ঘরের আঙিনায়, পথের প্রান্তে মাকে সে সৌম্যসুধার উপচয়ে কলায় কলায় উপচে উঠতে দেখেছে—পঞ্চদশীর কৌমারী তনুতে দেখেছে নন্দা-ভদ্রা-জয়া-রিক্তা-পূর্ণার ত্রিপুটিত উল্লাস। ষোড়শী অম্বিকার মধ্যে পেয়েছে অজর অমৃতের নিত্যকলা,

আর তারও ওপারে সপ্তদশীর অমাকলায় খুঁজেছে মহানির্বাণের লোকোত্তর রহস্য।

বাঙালীর মা একাধারে দেবী এবং মানবী দুই-ই। এই চিন্ময় মাতৃভাবনা বাঙ্গালীর চেতনাতেই এযুগে বিশিষ্টরূপ নিয়েছে দেশমাতৃকার সাধনায়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে এই অভিনব মাতৃভাবনার উদ্বোধন করেন। তারপর "ভুবনমনমোহিনী" ভারতমাতার বন্দনা গান রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'দেশকে আমি শুধু মাটি আর পাথর বলে জানিনা, তাঁকে জানি "মা" বলে'। দেশ আমাদের মা এই স্বীকৃতিতে আবার শুনি অথর্বা ঋষির উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষণা "মাতা ভূমিঃ"....পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।" শুনি অম্ভৃণ কন্যার কণ্ঠে বাণীর দীপনী "অহং রাষ্ট্রী

সংগমনী বসূনাম্"। চিন্ময়ী পৃথিবীর দিকে চেয়ে আবার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে বৈদিক ঋষির সেই স্বপ্ন "ত্বিষি বলে রাষ্টে দধাতূত্তমে" এই মাটির মা আমাদের প্রতিষ্ঠা করুন জ্যোতিঃ শক্তিতে এবং বলে, প্রতিষ্ঠিত করুন অনুত্তম রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়। দেশমাতৃকাকে আশ্রয় করে বাঙালীর দুর্গাপূজা এই যুগে এক অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে জাতীয়তার সাধনরূপে।

অতি সাম্প্রতিক যুগে আবার মাকে গুরু-শক্তিরূপে মানবীর মধ্যে আবির্ভূতা দেখেছি বাঙালীর ঘরে অথবা বাঙালীর পৌরুষকে আশ্রয় করে। মনে হয় তার বহুযুগব্যাপী শক্তিসাধনার এই চরম পর্য্যবসান। মা আজ বাস্তবিকই 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা শিবা সর্ব্বার্থসাধিকা' বিশ্বোত্তীর্ণা হ'য়েও একাধারে তিনি ভুবনেশ্বরী অন্নপূর্ণা এবং দেবমানবীরূপে অতি মানসের মূর্ত্ত প্রতিমা।

প্রাক্-কথন

সভ্যতার আদি জননী দেবতা ও মুনি-ঋষির বিচরণস্থল ভারতভূমি, পুণ্য ভূমি। তার অভ্রংলিহ গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ একদিন বিশ্ববাসী বিস্ময় পুলকিত নেত্রে অবলোকন করিত। এমনি মহিমময় ভারতের বন্দনাগীতি স্বর্গবাসী দেবতাদিগের মুখেও শোনা যাইত।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥

[বিঃ পুঃ ২।৩।২৪]

ভারতের সেই—গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ আজ

ধূল্যবলুণ্ঠিত। কেন এমন হইল? হইল স্বধর্ম্ম ভুলিয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া। স্বধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতা, পরধর্ম্ম—ইহৈকসর্ব্বস্বতা- ভোগলোলুপ পশুজীবন। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। ভারতের অধঃপতনের কারণ পারত্রিক কল্যাণ ছাড়িয়া পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ঐহিক ভোগসুখের পশ্চাদ্ধাবন। উপায়? উপায় শাস্ত্র—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥
[গীঃ ১৬।২৪]

—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধান জানিয়া ইহলোকে কর্ম্ম নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় ছিল বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারাই প্রত্যেক বর্ণ অধ্যাত্ম-সাধনার চরমসিদ্ধি—আত্মোপলব্ধি লাভ করিতে পারে। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ॥
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
[গীঃ ১৮।৪৫।৪৬]

স্বধর্ম্মপালনে পঞ্চমহাযজ্ঞ অবশ্য করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম ঋষি-যজ্ঞের কথা এখানে বলিব। ঋষিগ্রন্থ—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদি পাঠই ঋষিযজ্ঞ। শ্রুতি অর্থাৎ বেদপাঠে একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরই অধিকার। তাই বলিয়া স্ত্রী শূদ্রাদি আধ্যাত্মসাধনায় শাস্ত্রানুশীলনে বঞ্চিত হইয়াছে তাহা নহে। ইতিহাস

পুরাণাদি বেদার্থ প্রকাশক গ্রন্থসকল তাহাদের জন্যই রচিত হইয়াছে।—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥
[ভাঃ ১।৪ ২৫]

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ও নিন্দিতকর্ম্মাব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বেদাধিকার নাই। তাহাদের কল্যাণার্থ ব্যাসদেব বেদার্থপ্রকাশক মহাভারত (ইতিহাস) রচনা করিলেন। তিনি নিজেও বলিয়াছেন—ভারতরচনাচ্ছলে আমি বেদধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি। এই গ্রন্থে স্ত্রীশূদ্রাদিরও ধর্ম্মাচরণের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে—

ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যূত ॥
[ভঃ ১।৪।২৯]

স্ত্রীশূদ্রাদির পঠনীয় ইতিহাস পুরাণাদি যে পঞ্চম বেদস্বরূপ তাহাও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।

[ভাঃ ১।৪।২০]

অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১তম অধ্যায় হইতে ৯৩ তম অধ্যায়ই শ্রীশ্রীচণ্ডী। ঐ স্থানে ইহা দেবীমাহাত্ম্য নামে অভিহিত।

দুর্গাসপ্তশতি ইহার নামান্তর। চণ্ডীর মন্ত্র সংখ্যা সাত শত এবং শ্লোক সংখ্যা ৫৭৮।

পুরাণের অংশবিশেষ বলিয়া চণ্ডীপাঠে স্ত্রীশূদ্রাদি সকলেরই অধিকার রহিয়াছে।

সকল আপদের স্বস্ত্যয়ন চণ্ডীপাঠ অর্থাৎ দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা হইয়া থাকে। মহা-আপদাপন্ন আজ আমরা। দুর্দ্দিনের শঙ্কটজাল আমাদিগকে

চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। চণ্ডীপাঠরূপ স্বস্ত্যয়নেই এই বিপদ-জাল ছিন্ন হইবে—সকল আপদ প্রশমনে শান্তিলাভ হইবে।

স্বরূপে পরব্রহ্ম একরস। আবার সৃষ্টিতে বহু বহুরূপতায় তাঁহারই বিচিত্র প্রকাশ। উভয় অবস্থা যুগপৎ তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান ইহাই তাহার প্রমাণ।

দৈবাসুর ভেদে মানুষের প্রকৃতি দ্বিবিধ; সত্ত্বগুণ প্রধান সাত্ত্বিক মানুষ দেবপ্রকৃতি তাঁহার সান্নিধ্য সুখ শান্তি ও আনন্দের উৎস - অধ্যাত্ম-সাধনায় পরম সহায়। আসুর প্রকৃতি মানুষ রজ ও তমগুণসম্পন্ন। অশুভ কর্ম্মের ঝড় ঝঞ্ঝা বহাইয়া গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি সৃষ্টি করাই তাহাদের কাজ। ধার্ম্মিক ব্যক্তির নির্য্যাতনে তাহাদের আত্ম-

প্রসাদ। এই সকল দুষ্কৃতকারীগণের দমন, নির্য্যাতিত ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাণ এবং লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে ধূলীর ধরণীতে অবতীর্ণ হন। ইহাই তাঁহার অবতারলীলা। অবতারলীলায় তিনি কখনো স্ত্রী, কখনো পুরুষ। চণ্ডীপ্রতিপাদিত দেবী মহামায়া অবতার লীলারই স্ত্রীমূর্ত্তি। এক্ষণে তাঁহার লীলাকথা কিঞ্চিৎ বলিব।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশজাত, প্রজাবৎসল সুরথ পৃথিবীপতি। রাজ্যের সর্ব্বত্র সুখশান্তি বিরাজমান। দৈবপ্রতিকূলে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক অক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। তাঁহার ভাগ্যাকাশে সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল। দুঃখের অমানিশা দেখা দিল। অসময়ে স্ত্রীপুত্র অমাত্য আত্মীয় স্বজন সকলেই তার প্রতি বিমুখ হইল।

ছলে-বলে-কৌশলে তাহারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। রিক্ত নিঃস্ব তিনি, সহায়-সম্বলহীন অবস্থা। মর্ম্মান্তিক দুঃখে গৃহত্যাগ করিলেন। চলিতে চলিতে এক বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বনে ছিল মেধা মুনির আশ্রম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং রমণীয় পরিবেশে সেখানকার সকলেরই অদ্ভুত চরিত্র। হিংস্র প্রাণী হিংসা ভুলিয়াছে, মানুষের আর কথা কি? আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির মধুর সম্পর্ক—বুঝি বা স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় বিষণ্ণ-বদন সমাধি নামক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সমাধি বৈশ্যও তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবিড়ম্বিত—স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বিতাড়িত। উভয়ই স্বজনবিরহে কাতর, মর্ম্মান্তিক

ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু এই ক্লেশ হইতে পরিত্রাণের উপায় তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না। অবশেষে নিকটস্থ আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাদের দুঃখের কথা আশ্রম-স্বামী মেধা ঋষিকে নিবেদন করিয়া প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন। ঋষি কহিলেন—হে মহারাজ! মহামায়ার মায়াতেই জীবকুল অপত্যস্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারের দুঃখ ভোগ করে। আপনারা মহামায়ার আরাধনা করুন "সৈষা প্রসন্না নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"। তিনি প্রসন্না হইলে মুক্তিবর প্রদান করেন। দেবতারা বারবার বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াই সে বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সে কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার কথাই আগে বলি। যোগ-

নিদ্রাগত বিষ্ণুর নাভিস্থলে ব্রহ্মা বিরাজমান। এমন সময় বিষ্ণুর কর্ণমলজাত দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত। উপায়ন্তর না দেখিয়া মহামায়ার স্তবের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মধুকৈটভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। চণ্ডীতে ইহা ব্রহ্মার স্তব নামে অভিহিত।

পুরাকালে দেবতারা মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গরাজ্য হারাইলেন। তখন তাঁহারা দেবীর সন্তোষবিধানার্থ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্তবের নাম শক্রাদিকৃত স্তব। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিলে, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া যে স্তব করেন তাহা অপরাজিতা-স্তুতি নামে প্রসিদ্ধ।

অন্য এক সময় প্রবল পরাক্রান্ত শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয় স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকারচ্যুত করিলে তাঁহারা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। দেবী অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিলেন। দেবতারা স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন,—তাহা নারায়ণীস্তুতি নামে প্রখ্যাত। এমনি ভাবে দেবতারা পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াই পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তিনি যে কেবল বিপদবারিণী তাহা নহে সংসারবন্ধনের হেতুভূতাও তিনি। এই মহামায়ার মায়াতে মোহিত হইয়াই অপত্যস্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারক্লেশ ভোগ আপনি ও বৈশ্য করিতেছেন। হে মহারাজ! এই মহামায়া পরমেশ্বরীর শরণ গ্রহণ করুন। আরাধিতা হইয়া

তিনি মনুষ্যগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥১৩।৫

উপরে যে চারটি স্তবের কথা উল্লেখ করা হইল, তাহাই চণ্ডীর সারাৎসার। সমগ্র চণ্ডীপাঠের পরিবর্ত্তে এই চারিটি স্তবপাঠেও চণ্ডীপাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূজা বা আরাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ স্তব। মুক্তির হেতুভূতা দেবীপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ স্তব চারিটির পদ্যানুবাদ প্রকাশনই 'মাতৃ দর্শন' গ্রন্থ। দেশবাসী আজ দুস্তর বিপদ সাগরে ভাসমান। উত্তরণের ভেলা—চারিটি স্তব দেশবাসীর হস্তে প্রদান করিয়া এই আশাই পোষণ করিতেছি তাঁহারা এই ভেলা অবলম্বনে বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইবেন।

বক্তব্য শেষে আমরাও দেবীকে প্রণতি নিবেদন পূর্ব্বক দেবতাদিগের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলি—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥
[১১।২৪৩

স্বীকৃতি

পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত চণ্ডীই আমাদের মাতৃ-দর্শনগ্রন্থ সম্পাদনায় পথপ্রদর্শক। গ্রন্থের এই সাহায্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

পরম ভাগবত, মহামনীষী শ্রীমৎ অনির্ব্বাণজীর "ভারতীয় সাধনায় মা" নিবন্ধটি মাতৃদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া গ্রন্থের যে পূর্ণতা সাধন করিয়াছে তাহা সানন্দে এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

গ্রন্থ সংশোধন এবং প্রুফ সংশোধনের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহাউদ্ধারণ মঠের

সাধু বন্ধুদাস এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

শ্রীমতী মধুশ্রীবর্দ্ধন প্রচ্ছদপটের মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়া পাঠক পাঠিকাগণকে যে আনন্দ দান করিয়াছে, তজ্জন্য ভগবৎ প্রসাদ লাভে সে কৃতার্থ হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

গ্রন্থপ্রকাশিকা কন্যাসমা স্নেহভাজনীয়া শ্রীমতী পুষ্প বর্দ্ধনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন কথাই উঠে না, তথাপি এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে তাহার অর্থসাহায্যেই বিশ্বজননী মহামায়ার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

কলিকালে দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মহাব্রত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রকাশিকা গ্রন্থ প্রকাশের

সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সেই মহাব্রতোদ্‌যাপনই করিয়াছে। কর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসূ; অতএব ব্রতোদ্‌-যাপনের ফল সে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। আমরাও শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি তার মহৎ কর্ম্মের মহৎ ফল আধ্যাত্মিক কল্যাণ সে লাভ করুক।

মাতৃকৃপাপ্রার্থী
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

প্রাক্-কথন

কমলাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ কর্তৃক আক্রান্ত। বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় বিপদবারিণী মহামায়ার শরণাপন্ন হওয়া। ব্রহ্মা মহামায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। স্তবে সন্তুষ্ট মহামায়া তাঁহার বিপন্মুক্তির উপায় বিধান করিলেন।

সংসাররূপ বিপদ-সাগরে পতিত হইয়া আমরাও হাবুডুবু খাইতেছি। উত্তরণের ভেলা—মুক্তির উপায় মহামায়ার শরণাপন্ন হওয়া।

প্রসন্না হইলে তিনি মুক্তিবর প্রদান করেন—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"।

আমরাও বিপন্মুক্তির প্রার্থনা জানাইয়া এই বলিয়া প্রণতি নিবেদন করি—

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।

সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

মাতৃ-দর্শন

[প্রথম অধ্যায়]

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৬৫ ॥

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৬৬
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ॥ ৬৭
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৬৮
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥ ৬৯
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭০
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ ৭১

মাতৃ-দর্শন

[১ম অধ্যায়—ব্রহ্মার স্তব]

ব্রহ্মা বলিলেন—৬৫

তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার।
ত্রিধামাত্রাত্মিকা হও অমৃত যে আর ।।

অর্দ্ধমাত্রা নিত্যা তুমি, তুমি বাক্যাতীতা।
গায়ত্রীরূপেতে তুমি, তুমি জগন্মাতা ।। ৬৬-৬৭

জগদ্ধাত্রী তুমি দেবী সৃজনকারিণী।
পালয়িত্রী তুমি মাতা প্রলয়ে নাশিনী ।। ৬৮-৬৯

সৃজনে পালনে তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-রূপা।
প্রলয়ে সংহর্ত্রী তুমি জগৎ-স্বরূপা ।। ৭০-৭১

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী। ৭২
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥ ৭৩
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা॥ ৭৪
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥ ৭৫
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥ ৭৬
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ ৭৭
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা। ৭৮
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাহত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥৭৯

বিদ্যা মায়া মেধা তুমি মহামোহ আর।
দেবাসুরশক্তি তুমি বিস্মৃতি অপার ॥ ৭২
গুণকার্য্যে সৃষ্টিমূল প্রকৃতি-স্বরূপা।
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি রূপা ॥ ৭৩
কুকর্ম্মে জুগুপ্সা তুমি লক্ষ্মী. লজ্জা-রূপা।
তুষ্টি পুষ্টি শান্তি ক্ষান্তি ঈশ্বরী-স্বরূপা ॥ ৭৪-৭৫
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা চক্রিণী গদিনী।
ভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা শঙ্খিনী চাপিনী ॥ ৭৬
সৌম্যা সৌম্যতরা তুমি অশেষ সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা পরমা ঈশ্বরী ॥ ৭৭
সদসদ্ যত বস্তু তুমি শক্তি তার।
তোমায় করিব স্তব কি শক্তি আমার ? ॥ ৭৮
হরিহরব্রহ্মারে যে করে নিদ্রাগত।
করিতে তাঁহার স্তব কে পারে গো মাতঃ ? ॥ ৭৯

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্
ভবেৎ॥ ৮০

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধু-কৈটভৌ॥ ৮১

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥ ৮২

সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা সৃজিল যে জন।
তাঁহার মহিমা কে বা করিবে বর্ণন ? ॥ ৮০

স্বমহিমা স্তবে তুমি হ'য়ে আরাধিত।
দুর্জ্জয় অসুর দ্বয়ে কর মা মোহিত ॥ ৮১

অচ্যুতের জাগরণ করি শীঘ্রগতি।
অসুর নিধনে তাঁকে দাও মাগো! মতি ॥ ৮২

ব্রহ্মাকৃত স্তবের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পূর্ব্বাভাষ

দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত দেবী সসৈন্যে মহিষাসুরকে বধ করিলে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ অভীষ্ট পূরণে আনন্দিত হইয়া দেবীর যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি নামে প্রসিদ্ধ। এই স্তবে তাঁহাকে বিপদবারিণী, সঙ্কট-তারিণী, মুক্তিপ্রদায়িনী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে—

দুর্গেষু নিত্যং ভবসঙ্কটেষু দুরন্তচিন্তাহিনিগীর্য্যমাণান্।
শরণ্যহীনান্ শরণাগতার্ত্তিনিবারিণী ত্বং পরিপাহি দুর্গে॥

হে মাতঃ দুর্গে! আমরা দুরতিক্রম্য সংসার সঙ্কটে পতিত, দুরন্ত চিন্তারূপ অজগরের কবলিত; তুমি ভিন্ন আমাদের আশ্রয় আর কেহই নাই। তুমি তো শরণাগতের আর্ত্তিনিবারণে সতত তৎপরা, আমাদের রক্ষা কর।

কথায় বলে "কুপুত্র যদ্যপি হয় কু-মাতা কদাপি নয়।" জগজ্জননী দেবী মহামায়া অসুরদিগকে বধ করিয়া করুণাময়ী জননীর পরিচয় দিলেন কি.? এখানে তো সেই'কু-মাতার দৃষ্টান্তই দেখিতে পাইতেছি ; কিন্তু না, তাহা নহে। আপাতপ্রতীয়মান এই দৃশ্য স্থূল দৃষ্টিতে যদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহা সত্য নহে, সত্য যে নহে সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাক্যে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই—

চিত্রং ত্বয়ারিজনতাপি দয়ার্দ্রভাবা-
দ্ধত্বা রণে শিতশরৈর্গমিতা দ্যুলোকম্।
নোচেৎ স্বকর্ম্মনিচিতে নিরয়ে নিতান্তং
দুঃখাতিদুঃখগতিমাপদমাপতেৎ সা ॥

(দেবী ভাঃ ৫।২৯।২১)

হে দেবি ! আপনি যে দয়ার্দ্র হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা শত্রুকে নিহত করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অত্যাশ্চার্য্য আর কি আছে ? নতুবা তাহারা স্বকর্ম্মফলভোগহেতু নিশ্চয়ই ভীষণ যন্ত্রনা-দায়ক নরকে পতিত হইত।

চতুর্থ অধ্যায়—শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি

ঋষিরুবাচ ॥ ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে,
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা,
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা,
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং,
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ৩

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো-
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়,
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৪

[৪র্থ অধ্যায়—শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি]

ঋষি বলিলেন—১

দুরাত্মা মহিষাসুর সসৈন্যে নিহত,
ইন্দ্রাদিদেবতাগণ গ্রীবাস্কন্ধ যত।
নত করি প্রণমিয়া করয়ে স্তবন,
আনন্দে তাঁদের দেহে হয় রোমাঞ্চন ॥ ২

সকল দেবতা-শক্তি যাঁহে মূর্ত্তিমান,
ব্যাপিয়া সকল বিশ্ব যিনি বর্ত্তমান।
দেবঋষিপূজ্যা তাঁয় করি নমস্কার,
করুন মঙ্গল তিনি আমা সবাকার ॥ ৩

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মাহাত্ম্য যাঁহার,
বর্ণিবারে নাহি পারে যে মহামায়ার।
বিশ্বের রক্ষণ আর শত্রু বিনাশিতে,
ইচ্ছার উদয় হোক তাঁর হৃদয়েতে ॥ ৪

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ ৫

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ,
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাঽপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৭

পুণ্যবান-গৃহে লক্ষ্মী অলক্ষ্মী পাপীতে,
সৎকুলে লজ্জা তুমি শ্রদ্ধাবুদ্ধি সতে।
শুদ্ধচিত্তে সদ্বুদ্ধি করি নমস্কার,
জগৎ পালনে মতি হোক মা তোমার ॥ ৫

সংগ্রামে অসুর-শক্তি করিতে বিনাশ,
কার্য্য ও চরিত্র তব বিচিত্র প্রকাশ।
অসুর-দেবতা-রণে যে শক্তি তোমার,
প্রকাশিলে তাহা কভু নহে বর্ণিবার ॥ ৬

সৃষ্টিমূলে তুমি মাতঃ! তুমি গুণাশ্রয়,
হরিহর রাগদ্বেষ-শূন্য কভু নয়।
তাই তাঁরা নাহি জানে স্বরূপ তোমার,
পরমা প্রকৃতি তুমি আদ্যাশক্তি আর ॥ ৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্ব মত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ,
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়,
বার্ত্তা চ সর্ববজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, দেবপিতৃগণ,
যে মন্ত্রেতে তুষ্ট হ'য়ে আনন্দে মগন।
দেবপিতৃযজ্ঞকারী তাহারি কারণ,
স্বাহা স্বধা নামে তোমা করে উচ্চারণ ॥ ৮

তপস্যা ও মুকুতির তুমি হেতুভূতা,
জিতেন্দ্রিয় মুনিগণে তাই আরাধিতা।
পরাবিদ্যা ব্রহ্মরূপা স্বরূপ তোমার,
অবিচিন্ত্যমহাব্রতা নহে বর্ণিবার ॥ ৯

শব্দব্রহ্মাত্মিকা তুমি ঋক্ যজুঃ সাম,
বেদমন্ত্রে গীত হয় তোমারি ত নাম।
কৃষি-গো-বাণিজ্য রূপে জগৎপালিকা,
ত্রয়ী নামে অভিহিতা দুঃখবিনাশিকা ॥ ১০

মেধাঽসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা,
দুর্গাঽসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা,
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি,
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি! কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং,
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১৩

মেধারূপা সরস্বতী শাস্ত্রার্থ জানাতে,
ভবার্ণব-তরী তুমি সংসার তারিতে।
বিষ্ণু-হৃদে লক্ষ্মী তুমি, গৌরী শিব-হৃদে,
অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী নমি তব পদে ॥ ১১

পূর্ণচন্দ্র সম তব সহাস্য বদন,
স্বর্ণাভ সদৃশ কান্তি বড় সুশোভন।
হেরিয়াও হেন রূপ অসুর কুপিত,
প্রহারিল তব দেহে হই যে বিস্মিত। ১২

ভ্রূকুটীকরাল মুখ বড়ই ভীষণ,
নবোদিত চন্দ্র সম যাঁহার বদন।
হেরিয়াও অসুরের না হ'ল মরণ,
কুপিত অন্তক হেরি রহে কি জীবন ? ॥১৩

দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়,
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা,
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১৬

প্রসীদ প্রসীদ দেবী কৃপাময়ী মাতঃ,
তব ক্রোধে জগতের কল্যাণ নিহিত।
তাহার প্রমাণ হেরি অসুর নিধনে,
অপরূপ লীলা তব বর্ণিব কেমনে ? ॥ ১৪

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা তুমি, যা'দিগকে প্রীত,
সর্ব্বত্র লভিয়া যশ তাঁরা সন্মানিত।
চতুর্বর্গ তাঁহাদের ক্ষয় কভু নয়,
অনাময় দারা সুত, ধন্য তাঁরা হয় ॥ ১৫

তোমার প্রসাদে কর্ম্ম করি পুণ্যবান,
স্বর্গসুখ অপবর্গ লভে ভাগ্যবান।
শ্রদ্ধান্বিত সে কর্ম্মের তুমি ফলদাতা,
ত্রিজগতে তুমি ছাড়া আর কেবা ধাতা ? ॥ ১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৭

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু,
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

দৃষ্ট্বৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম,
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা,
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥ ১৯

বিপদ-বারণ তুমি শুভ বুদ্ধিদাতা,
দারিদ্র্যহারিণী তুমি দুঃখ-ভয়-ত্রাতা।
তুমি ছাড়া কেবা আছে কল্যাণ সাধিতে,
তব সম দয়াবতী কে আছে জগতে ? ॥ ১৭

অসুর নিহত হ'লে জগৎ কল্যাণ,
সম্মুখ-সমরে মৃত্যু স্বর্গে অভিযান।
তব হস্তে মৃত্যু হ'লে হয় শ্রেষ্ঠ গতি,
অসুর নিধনে তাই হোক তব মতি॥ ১৮

ভস্মিতে পারিতে দৈত্যে শুধু দৃষ্টিপাতে,
তথাপি যে অস্ত্রক্ষেপ তাদেরে শোধিতে।
হেন কৃপা শত্রু প্রতি কহন না যায়,
অসম্ভব বল মাতঃ কি আছে তোমায় ? ॥ ১৯

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ,
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলং,
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং,
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥ ২১

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ২২

অগ্নির তেজেতে আর জ্যোতিঃ শূলাগ্রের,
নষ্ট না করিল চক্ষু দুষ্ট অসুরের।
কারণ তাহার মাতঃ তব চন্দ্রানন,
দর্শনেতে ছিল চক্ষু হয়ে নিমগন ॥ ২০

দুষ্টের দমন মাতঃ! স্বভাব তোমার,
অবিচিন্ত্য তব রূপ কি বলিব আর।
দেবদ্রোহী দৈত্যগণে কর যে বিনাশ,
তাহাতে দেখি যে তব দয়ার প্রকাশ ॥ ২১

অতুলন বীর্য্য তব প্রীতিপ্রদরূপ,
তবু সে-রূপের কিছু নহে অনুরূপ।
রণে তুমি মৃত্যু দূত দয়া হৃদয়েতে,
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি তব কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন,
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২৩

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ ২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৫

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৬

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥ ২৭

নাশি অরি ত্রিভুবন করিলে রক্ষণ,
যুদ্ধে মৃত্যু তব হস্তে স্বর্গেতে গমন।
উদ্ধত শত্রুর করে পাইয়া নিষ্কৃতি,
তব পদে আমাদের জানাই প্রণতি ॥ ২৩

শূল অসি ঘণ্টাধ্বনি কার্ম্মুক-নিঃস্বন।
মোদের রক্ষণে মাতঃ কর নিয়োজন ॥ ২৪

উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব আর দক্ষিণেতে।
সঞ্চালিত কর শূল মোদের রক্ষিতে ॥ ২৫

তব সৌম্য রৌদ্র মূর্ত্তি যা আছে ভুবনে।
নিয়োজিত কর দেবি মোদের রক্ষণে ॥ ২৬

তব হস্তধৃত খড়্গ শূল আর গদা।
মোদের রক্ষণে কর নিয়োজিত সদা ॥ ২৭

অপরাজিতা স্তুতির মাহাত্ম্য

পুরাকালে দেবতাগণ শুম্ভ নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত হন। এই বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহারা মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক দেবীসূক্ত নামে অভিহিত। অপরাজিতা স্তব ইহার নামান্তর। লক্ষ্মীতন্ত্রে এই স্তবের মাহাত্ম্য এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

নমো দেব্যাদিকং দেবীসূক্তং সর্ব্বফলপ্রদম্।
ইমাং দেবীং স্তবন্নিত্যং স্তোত্রেণানেন মামিহ।
ক্লেশানতীত্য সকলানৈশ্বর্য্যং মহদশ্নুতে॥

"নমো দেব্যৈ" দেবীসূক্তটি সর্ব্বফলদায়ক। যিনি নিত্য এই স্তোত্র দ্বারা দেবীর স্তব করেন, তিনি

সংসার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন।

সর্বপ্রকার দুঃখহর এই মাতৃস্তব। মাতৃস্তবই যে সন্তানের একমাত্র আশ্রয়ণীয় শাস্ত্রান্তরেও তাহা বলা হইয়াছে—

অতো দুরন্তদুঃখহরণক্ষমাসু সর্বোত্তমা জগন্মাতৈব।
স্বস্মিন্ দয়াবত্ত্বাপাদনায় মাতৃত্বেনৈব স্তোতব্যা ;
(সৌভাগ্য ভাস্করঃ)

সর্বপ্রকার দুরন্ত দুঃখের পরিত্রাতা একমাত্র জগন্মাতা দেবী মহামায়া। এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক সমর্থা ও সর্বোত্তমা। দুঃখে পতিত হইয়া তাহা নিবারণের জন্য করুণাময়ী মায়ের করুণা জাগ্রত করিবার জন্য মাতৃস্তবই সর্বোত্তম।

পঞ্চম অধ্যায়

দেবা উচুঃ ॥ ৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈঋ'ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩

[৫ম অধ্যায়—অপরাজিতা স্তুতি]

দেবতারা বলিলেন—৮

নমি দেবী মহাদেবী কল্যাণদায়িনি।
সমাহিত চিত্তে নমি জগৎ কারিণি। ৯

রৌদ্রা, নিত্যা, জ্যোৎস্না, গৌরীরূপা আর।
চন্দ্র, ধাত্রী, সুখ, তোমা' নমি বার বার। ১০

ঋদ্ধি, সিদ্ধি, লক্ষ্মী তুমি, অলক্ষ্মী, কল্যাণী।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার তোমারে জননী ॥ ১১

দুর্গা, খ্যাতি, কৃষ্ণবর্ণা, ধূম্রবর্ণা আর।
সংসারতারিণী মাতঃ নমি বার বার ॥ ১২

সৌম্যা, রৌদ্রা, ক্রিয়ারূপা জগৎ আধার।
তব পদে নত মোরা হই বার বার ॥ ১৩

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ ॥ ১৪-১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭-১৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২০-২২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৩-২৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৬-২৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৯-৩১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩২-৩৪

বিষ্ণুমায়া রূপা তুমি সকল জীবেতে।
প্রণমি প্রণমি মাতঃ তোমার পদেতে ॥ ১৪-১৬
চেতনা রূপেতে খ্যাত সর্ব্বভূতে তুমি।
মহামায়া তব পদে আমরা প্রণমি ॥ ১৭-১৯
বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজীবে তোমার বসতি।
পুনঃ পুনঃ তব পদে জানাই প্রণতি ॥ ২০-২২
নিদ্রারূপে সর্ব্বভূতে আছ সর্ব্বকালে।
প্রণাম জানাই মাতঃ তব পদমূলে ॥ ২৩-২৫
ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে আছ বিরাজিত।
পুনঃ পুনঃ তব পদে হই মা প্রণত ॥ ২৬-২৮
ছায়ারূপে আছ দেবী সর্ব্বচরাচরে।
প্রণত হইয়া মোরা নমি বারে বারে ॥ ২৯-৩১
সর্ব্বজীবে শক্তিরূপে আছ তুমি মাতঃ।
বারংবার তব পদে হই মা প্রণত ॥ ৩২-৩৪

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫-৩৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৮-৪০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। ৪১-৪৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৪-৪৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৭-৪৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫০-৫২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩-৫৫

তৃষ্ণারূপে বিরাজিত সকল জীবেতে।
অসংখ্য প্রণাম মাতঃ তোমার পদেতে॥ ৩৫-৩৭
সর্ব্বভূতে ক্ষমারূপে তুমিই তো হও।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার লও॥ ৩৮-৪০
জাতিরূপে সর্ব্বভূতে তোমার বসতি।
তব পদে সংখ্যাতীত মোদের প্রণতি॥ ৪১-৪৩
সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে তুমি অবস্থিত।
তব পদে বার বার হই মা প্রণত॥ ৪৪-৪৬
শক্তিরূপা তুমি দেবী সর্ব্বভূতাধার।
নতশিরে তব পদে নমি বার বার॥ ৪৭-৪৯
শ্রদ্ধারূপা দেবী তুমি প্রণমি তোমায়।
প্রণাম করি গো মাতঃ তোমারে সবায়॥ ৫০-৫২
কান্তিরূপে তুমি দেবী সর্ব্বভূতে রও।
মোদের প্রণাম তুমি প্রণাম মা লও॥ ৫৩-৫৫

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৬-৫৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৯-৬১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬২-৬৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৫-৬৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৮-৭০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭১-৭৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৪-৭৬

লক্ষ্মীরূপে আছ তুমি সকল ভূতেতে।
পুনঃ পুনঃ নত হই তোমার পদেতে ॥ ৫৬-৫৮
ভূতবর্গে বৃত্তিরূপে অবস্থিতি যাঁর।
সে মায়ের পদে মোরা নমি বার বার ॥ ৫৯-৬১
স্মৃতিরূপে সর্ব্বভূতে বসতি যাঁহার।
চরণকমলে তাঁর নমি বার বার ॥ ৬২-৬৪
দয়ারূপে সর্ব্বভূতে যাঁহার বসতি।
পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে জানাই প্রণতি ॥ ৬৫-৬৭
তুষ্টিরূপে সর্ব্বজীবে আবাস তোমার।
তব পদে মোরা সবে নমি বার বার ॥ ৬৮-৭০
মাতৃরূপা তুমি দেবী সর্ব্বভূতে রও।
মোদের প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও ॥ ৭১-৭৩ ॥
ভ্রান্তিরূপে জীবহৃদে বসতি যাঁহার।
তাঁহার চরণে মোরা নমি বার বার ॥ ৭৪-৭৬

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৭৭
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৭৮-৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ৮১
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥ ৮২

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বভূতাধার।
ব্যাপ্তিরূপা দেবী তোমা' নমি বার বার। ৭৭
চিতিরূপে সর্ব্বব্যাপী জগৎ আধার।
তব পদে নত মোরা হই বার বার॥ ৭৮-৮০
দেবগণ যাঁরে ভজে অভীষ্ট পূরণে,
দেবরাজ রত যাঁর সতত পূজনে।
মঙ্গল বিধান আর বিপদের নাশ,
দেবীর সকাশে করি এই অভিলাষ। ৮১
ভক্তিনত দেহে যাঁরে করিলে স্মরণ,
সকল বিপদ নাশ হয় সেই ক্ষণ।
উদ্ধত অসুর দ্বারা হইয়া পীড়িত,
তাঁহার স্তবেতে মোরা হইলাম রত॥ ৮২

—০—

নারায়ণীস্তুতির ফলশ্রুতি

শুম্ভ নিশুম্ভ দেবীর হস্তে নিহত হইয়াছে। বিপন্মুক্তিতে দেবতারা দেবী কাত্যায়নীর স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্তবটি নারায়ণী স্তুতি বা নারায়ণীসূক্ত নামে অভিহিত। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—হে পুরন্দর! নারায়ণীস্তুতি নামক সূক্তটি পরমকল্যাণময়। অগ্নি-প্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল। এই স্তবের দ্বারা আরাধিতা হইলে দেবী সাধককে সর্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন।

স্তবে দেবীকে 'প্রপন্নার্ত্তিহরে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। দেবী শরণাগতের সর্ববিধ দুঃখ দূর করেন।

মহামায়ার সঙ্গে যে অভিন্নতা বোধ তাহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের হেতুভূতা। আচার্য্য শঙ্কর আনন্দলহরী স্তবে তাই বলিয়াছেন—

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং
যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।

তথা তত্তৎ-পাপৈরতিমলিনমন্তর্মম যদি,
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব না জায়েত বিমলম্ ॥১২

হে মাত! স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহখণ্ড সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, নর্দমার জল গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে যেমন আশু বিশুদ্ধ হয়, পাপাসক্ত আমার মলিন অন্তকরণ যদি ভক্তি দ্বারা তোমার সহিত তদ্রূপ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই অবিশুদ্ধ চিত্তও বিশুদ্ধ হইবেনা কেন ?

দেবীর প্রসন্নতাই মুক্তির হেতু। প্রসন্নতা তপস্যালব্ধ। পূজা, অর্চনা, স্তব, তপস্যারই অঙ্গীভূত। সাধকের তপস্যা এবং দেবীর প্রসন্নতা দুয়ের সংযোগেই সংসিদ্ধি—

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্। (শ্বেঃ উঃ ৬।২১)

—ঋষি শেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

নারায়ণীস্তুতি

ঋষিরুবাচ ॥ ১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে,
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্ ।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্-
বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ ॥২
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৩
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৪

[১১শ অধ্যায়—নারায়ণীস্তুতি]

ঋষি কহিলেন - ১

শুম্ভাসুরে মহাদেবী করিলে নিধন,
ইন্দ্র বহ্নি দেবতার অভীষ্ট পূরণ।
চরাচর দিগ্‌দেশ করি উদ্ভাসিত,
কাত্যায়নী-স্তবে তাঁরা হইলেন রত ॥ ২
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ জগৎ জননী,
আশ্রিত জনের তুমি দুর্গতিহারিণী।
জগতের মাতা তুমি বিশ্ব অধীশ্বরী,
প্রসন্ন হইয়া বিশ্ব রক্ষ মহেশ্বরী ॥ ৩
অমিত প্রভাব তব তুমি সর্ব্বাশ্রয়,
জগদ্ধাত্রী তুমি বিনা আর কেবা হয় ?
জলরূপে এ জগৎ করিছ পোষণ,
শক্তিরূপা তুমি ছাড়া আছে কোন্ জন ? ॥ ৪

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ৬
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৭
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৯

তুমিই বৈষ্ণবীশক্তি আদি সকলের,
বিশ্ববীজ মহামায়া মোহ জগতের।
প্রসন্না হইয়া দেবী তুমিই তো মাতা,
সর্ব্বজীবে হও তুমি মোক্ষ-ফল-দাতা ॥ ৫
সকল বিদ্যার মাগো তুমিই আধার,
স-কলা নারীর রূপ স্বরূপ তোমার।
জগৎ ব্যাপিয়া মাতঃ তুমিই তো স্থিত,
তাই তো তোমার স্তব নহে সম্ভাবিত ॥ ৬
সর্ব্বরূপা, স্বর্গ তুমি, মুক্তিপ্রদায়িনী।
তব স্তব কি করিব কহ গো জননী ॥ ৭
বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজীবে তুমি নারায়ণী।
স্বর্গ আর মোক্ষদাত্রী তোমায় প্রণমি ॥ ৮
কলা, কাষ্ঠা, কালরূপী নিয়তি সবার।
জগৎ-সংহন্ত্রী তোমা নমি বার বার ॥ ৯

সর্ববমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১১
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্ববস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে । ১২
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি ।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৪
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে ।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীতপরমায়ুধে ।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬

মঙ্গলে মঙ্গল তুমি নমি নারায়ণী ;
সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী ওগো তুমি নারায়ণী ॥ ১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কারণ যে তুমি।
সনাতনি গুণময়ি তোমায় প্রণমি ॥ ১১
দীন-দুঃখী-আর্ত মুক্ত প্রসাদে তোমার।
শরণার্থী নারায়ণি, নমি বার বার ॥ ১২
হংসযুক্ত বিমানস্থা তুমি মা ব্রহ্মাণী।
নিক্ষেপিছ কুশবারি নমি নারায়ণী ॥ ১৩
অর্দ্ধচন্দ্র সর্প আর ত্রিশূলধারিণী।
বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী নমি নারায়ণী ॥ ১৪
ময়ূর-কুক্কুটাবৃতা শুদ্ধা শক্তি তুমি।
কুমারের শক্তিরূপা তোমায় প্রণমি ॥ ১৫
শঙ্খচক্রগদাহস্তা বৈষ্ণবীরূপিণী।
প্রসীদ প্রসীদ দেবী নমি নারায়ণী ॥ ১৬

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২০
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২১
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২২
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২৩

বরাহ দন্তেতে পৃথ্বী করিলে উদ্ধার।
চক্রিণী মা নারায়ণি করি নমস্কার ॥ ১৭
নরসিংহ মূর্ত্তি ধরি দৈত্য-বিনাশিনী।
ত্রিভুবনত্রাণকর্ত্রী নমি নারায়ণী ॥ ১৮
মুকুট ও বজ্রধারী বৃত্রসংহারিণী।
সহস্রনয়না তোমা নমি নারায়ণী ॥ ১৯
শিবদূতী তুমি মাতঃ ভীষণারূপিণী।
গর্জ্জনেতে বধ দৈত্য নমি নারায়ণী ॥ ২০
তীক্ষ্ণদন্তা চামুণ্ডা মুণ্ডমালা গলে।
মুণ্ডহন্ত্রী নারায়ণি প্রণমি সকলে ॥ ২১
লক্ষ্মী লজ্জা বিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা আর।
মহারাত্রি নারায়ণি করি নমস্কার । ২২
সত্ত্ব, রজ, তম, বিদ্যা, মেধা স্বরূপিণী।
প্রসীদ ঈশ্বরী মাতঃ নমি নারায়ণী ॥ ২৩

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৪
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥২৫
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৬
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥২৭
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৯

সর্ব্বেশ্বরী শক্তিরূপা সর্ব্বমূলাধার।
সর্ব্ব ভয় হর দুর্গে করি নমস্কার॥ ২৪
শান্ত সৌম্য মুখ তব তুমি ত্রিনয়নী।
সর্ব্বভূতে রক্ষ মাতঃ নমি কাত্যায়নী॥ ২৫
অসুর বিনাশী শূল দীপ্ত তীক্ষ্ণ অতি।
রক্ষ মাতঃ ভদ্রকালী জানাই প্রণতি॥ ২৬
দৈত্যতেজহরা মাতঃ তব ঘণ্টারবে।
সর্ব্বপাপ হ'তে রক্ষ আমাদের সবে। ২৭
রক্তমেদলিপ্তখড়্গ তেজোময় অতি।
করুক কল্যাণ মাতঃ জানাই প্রণতি॥ ২৮
তোমার সন্তোষে হয় সর্ব্বরোগ নাশ,
অসন্তুষ্ট হলে মাতঃ কর সর্ব্বনাশ।
তবাশ্রিত জনে কভু না থাকে বিপদ,
সর্ব্বকালে হয় তাঁরা অন্যের সম্পদ্॥ ২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য,
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং,
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে,
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে,
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩২

যে যে রূপ তুমি মাতঃ করিয়া ধারণ,
ধর্ম্মদ্বেষী অসুরের করিলে নাশন।
সেই সব কার্য্য দেবী হয় অতুলন।
তুমি ছাড়া অন্যে তাহে নহে সম্ভাবন॥ ৩০

বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্র স্মৃতি ও পুরাণ,
সকলের মূলে মাতঃ তুমি বিদ্যমান।
সংসারের মায়ামোহে অজ্ঞানান্ধকারে,
তুমি ছাড়া আর কেবা পারে ঘুরাবারে॥ ৩১

সর্প, রক্ষ, দস্যু, শত্রু যথা দাবানল,
সমুদ্রের বক্ষে থাকি রক্ষিছ সকল।
সর্ব্বলোকে তুমি আছ হ'য়ে অলক্ষিত,
পালিতেছ ত্রিজগৎ তুমিই তো মাত॥ ৩২

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩৩

দেবি ! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু,
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্। ৩৪

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি ! বিশ্বার্ত্তিহারিণি !।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ! লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

বিশ্বরূপা তুমি মাতঃ তুমি পালয়িত্রী,
ব্রহ্মাদির পূজ্যা তুমি বিশ্বধারয়িত্রী।
তোমার শরণাগত হ'লে নরগণ,
সর্ব্বাশ্রয় হয় তাঁরা হয় পুণ্য জন। ৩৩

মোদের রক্ষিতে দেবী বধিলে অসুর,
কৃপাময়ী কৃপাদানে না হও বিধুর।
শত্রুভয় আমাদের কর বিদূরণ,
পাপ তাপ পৃথিবীর কর মা হরণ ॥ ৩৪

ত্রিভুবন পূজ্যা তুমি বিশ্বার্ত্তিহারিণী।
প্রসীদ বরদা তুমি হও গো জননী ॥ ৩৫

নারায়ণীস্তুতির পদ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দেবীসূক্ত ও চণ্ডীর তাদাত্ম্যতা।

দেবীসূক্তের ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বাক্, মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা। দেবীসূক্তের ৮টী ঋক্ বাক্ ঋষির স্বাত্মানুভূতিরই প্রকাশন। সেই অনুভূতি—"আমিই ব্রহ্মময়ী আত্মাশক্তি ও বিশ্বেশ্বরী"। ঋক্ বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ নং সূক্ত—এই "দেবীসূক্ত"।

শক্তিতত্ত্ব তথা দেবীপূজার মূল এই সূক্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চণ্ডীতে এই শক্তিতত্ত্বই বা দেবীমাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই চণ্ডীকে বেদমূলা বলা হইয়া থাকে।

দেবীসূক্তের প্রথম ঋকে বাক্ ঋষি বলিতেছেন—"আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী আত্মাশক্তি—সর্ব্বদেবময়ী হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজিতা"। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই চণ্ডী-প্রতিপাদিত দেবী মহামায়ার স্বগত উক্তিতে—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥" ১০।৫

দেবী শুম্ভাসুর কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন—

"এই জগতে আমি একাই আছি, আমি ছাড়া অন্য আর কে আছে ? ওরে দুষ্ট ! এই দেখ, এই সব আমারই বিভূতি, আমাতেই লয় পাইতেছে।" শুম্ভাসুর দেখিল সম্মুখে অদ্বিতীয়া দেবীই বিরাজমানা আর কেহই নাই—বহু একেতেই লয় হইয়াছে।

দ্বিতীয় সূক্তে ঋষি বাক্ বলিতেছেন, "যজমানকে যজ্ঞফল ভোগৈশ্বর্য্য আমিই প্রদান করি।"
চণ্ডীর মহামায়াও আরাধিতা হইয়া ইহকালে সুখ, পরকালে স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন—
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ (চণ্ডী ১৩।৫)

তৃতীয় এবং চতুর্থ সূক্তের মর্ম্মবাণী,— তিনিই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়ামক। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তাঁহারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। চণ্ডীর দেবীও এবম্প্রকার সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। তাই দেবতারা স্তব করিতেছেন—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। (১১।১১)
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। (৫।৭৭)

পঞ্চম সূক্তে মন্ত্রদ্রষ্টী ঋষি বলিতেছেন—"বন্ধন মুক্তির কারয়িত্রীও আমিই"। চণ্ডীতেও দেবী সম্বন্ধে তদ্রূপই বলা হইয়াছে "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" [১।৫১]

ষষ্ঠ সূক্তে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। চণ্ডীর "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য-স্থিতা জগৎ" [৫।৭৮] তাহারই প্রতিধ্বনি।

সপ্তম ও অষ্টম সূক্তে ঋষি তাঁহার বাক্য শেষ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"জগতের যা কিছু সবই তিনি। আবার তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও তিনি বর্ত্তমান আছেন।

চণ্ডীর নারায়ণী স্তুতিতেও দেবতারা তাহাই বলিতেছেন—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্। [১১।৩৩]

চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের দ্বার এই দেবীসূক্ত।

রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য এই দেবীসূক্তের জপের দ্বারাই কৃতকৃতার্থ হইয়ছিলেন।

দেবীসূক্তম্

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে,
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥

দেবীসূক্ত

আমি রুদ্র আমি বসু আদিত্যস্বরূপে,
বিচরণ করি আমি সর্ব্বদেবরূপে।
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ রুদ্র অশ্বিনীকুমারে,
ধারণ করিয়া আমি আছি সবাকারে॥ ১

সোম, ত্বষ্টা, পুষা, ভগ, দেবশত্রুহন্ত্রী,
সকলের ধারয়িত্রী—আমিই নিয়ন্ত্রী।
দেবোদ্দেশে সোমযাগী করে হবি দান,
যজ্ঞকারী সেই জনে করি ধন দান॥ ২

ধনদাত্রী আমি হই জগৎ-ঈশ্বরী,
ব্রহ্মদর্শী সুর-শ্রেষ্ঠা মহা-মহেশ্বরী।
সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে আমি বিগুমানা,
সর্ব্বদেশবাসী মোর করে আরাধনা॥ ৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

ভোজন দর্শন আর শক্তি শ্রবণের,
জীবনের শক্তিরূপা আমি সকলের।
অবগত নাহি হলে স্বরূপ আমার,
তত্ত্বকথা বলি শোন সহে দুঃখভার ॥ ৪

দেব নর মাঝে যাঁরা যাচে ব্রহ্মজ্ঞান,
সেই জ্ঞান তাঁহাদের আমি করি দান।
শ্রেষ্ঠ স্থান লভে নর আমার ইচ্ছায়,
ব্রহ্মা, ঋষি, ব্রহ্মজ্ঞত্ব আমারি কৃপায় ॥৫

বধিতে ত্রিপুরাসুর রুদ্রধনু আমি,
ভক্তের রক্ষণ হেতু হই যুদ্ধকামী।
জগতের সর্ব্বস্থানে আমি বিরাজিত,
অন্তর বাহিরে তার রয়েছি সতত ॥ ৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূৰ্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনাপৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিমা সম্ বভূব ॥৮॥ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্ ॥

ভূলোকের ঊর্দ্ধে স্থিত দ্যুলোক সৃজিয়া,
ব্রহ্মমূল আমি রই ত্রিলোক ব্যাপিয়া।
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপে আমি অনুস্যূতা,
স্বর্গস্পর্শী মায়া-দেহে আমি বিরাজিতা ॥৭

নিখিল ভুবন আমি করিয়া সৃজন,
বায়ু সম বিশ্বময় করি বিচরণ।
অধিষ্ঠাতা আমি দ্যাবা পৃথিবী উপর,
স্বমহিমায় সৃজি আমি বিশ্বচরাচর ॥৮
দেবীসূক্তের অনুবাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ